Sub :- Political Science

2nd Semister

Paper - CC - 4

Bentham :- Theory of Utilitarianism.

D.C.

রাজনীতি চিন্তার ইতিহাসে বেন্থাম-এর প্রধান পরিচয় তিনি উদারবাদী। উদারবাদের যে ভিত্তি লক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তাতে তেমন আঘাত আসেনি। পর্যায়ক্রমে টোরি বা হুইগরা রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করলেও নিয়মতান্ত্রিক শাসননীতির মূল ধারাগুলি বজায় ছিল। স্যার রবার্ট ওয়ালপোল বা উইলিয়াম পিট (বড়ো) ক্যাবিনেট প্রথা বা কমন্সসভার গুরুত্বকে ছোটো করেননি। জনসাধারণের অধিকার ও শাসন সংস্কারের ব্যাপারেও তাঁরা সচেতন ছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে, ধনিক-বণিকদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আধিপত্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে চলছিল ইংল্যান্ডের রাজনীতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার বিপ্লব যখন উদারবাদকে সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে দিতে চাইল, ধনতন্ত্রের অগ্রগতি যখন ফ্রান্সে ও আমেরিকায় প্রসারিত হতে থাকল, অবাধ বাণিজ্যের ব্যাপক প্রকাশ লক্ষ করা গেল দিকে দিকে, ঠিক তখনই ইংল্যান্ড সচেতন হল নিজের কথা ভেবে। বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার যাতে এদেশে না লাগে সে ব্যাপারে সচেতন হল ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল টোরি নেতৃত্ব। তৃতীয় জর্জ-এর আমল থেকেই টোরিরা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে শুরু করেছে। 'King's Friends' নামে একটি গোষ্ঠী (যাদের অধিকাংশই টোরি দলভুক্ত) তৃতীয় জর্জ-এর সহায়তায় পার্লামেন্টে প্রতিপত্তি লাভ করেছে, আমেরিকার কলোনিগুলির বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশ সরকার ব্যর্থ হয়েছে, ছোটো উইলিয়াম পিট শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের চেষ্টা করেও কায়েমি স্বার্থের চক্রান্তে ব্যর্থ হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে, শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলি আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্ব পাচ্ছে, আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। সোজা কথায় পরিবর্তনের প্রতি অনাগ্রহ, সংস্কারের প্রতি উদাসীনতা উদারবাদের মূল ভিত্তিটাকে নাড়া দিয়েছে।

বেন্থাম এই উদারবাদকেই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। যে মধ্যশ্রেণির গুরুত্ব হারিয়ে যাচ্ছিল, সংস্কারের যে মানসিকতা হারিয়ে যাচ্ছিল, নির্বাচনি এলাকার মধ্যে ভারসাম্য আনার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, গোপন ব্যালট ও অন্যান্য নির্বাচনি সংস্কারের, ভোটাধিকার প্রসারের, পার্লামেন্টের সদস্যদের আরো দায়িত্বশীল করবার যে দাবি উঠেছিল এবং সবচেয়ে বড়ো কথা দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল বেন্থামের সংস্কারবাদী চিন্তা। ডানিং-এর কথায়, "Almost all the radicals who made the reform movement famous acknowledge some degree of relationship to Bentham's philosophy."[৭] বেন্থাম-এর হিতবাদই হল সেই দর্শন যাকে সামনে রেখে গড়ে উঠল রাজনীতি চিন্তার এক বলিষ্ঠ ধারা—উদারনীতিবাদ। এই ধারায় স্নাত হলেন সমকালের বিশিষ্ট চিন্তাবিদেরা—ডেভিড রিকার্ডো, জেমস মিল, জর্জ গ্রোট, জন অস্টিন, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ। ডানিং যথার্থই বলেছেন '...the systems of all these men and many others were clearly rooted in that of Bentham, he became the symbol of a powerful current in the general movement of political philosophy.'[৪]

'*An Introduction to the Principles of Morals and Legislations*' (1789) বইটিতে বেন্থাম উপযোগিতার একটি সূত্র প্রচার করেন এবং এই সূত্রটিই তাঁর হিতবাদী দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক

এরপর বেন্থাম চলে আসেন সুখ-দুঃখের একটি সূচি (list) নির্মাণে। বেন্থামের অনুসরণে সুখ ও দুঃখ সাধারণ বিষয়গুলি হল :

সুখ	দুঃখ
বোধবুদ্ধি (sense)	ক্লেশ (privation)
সম্পদ (wealth)	বোধবুদ্ধি (sense)
দক্ষতা (skill)	কদর্যতা (awkwardness)
মিত্রতা (amity)	শত্রুতা (enmity)
খ্যাতি (good name)	দুর্নাম (ill name)
ক্ষমতা (power)	অভক্তি (impiety)
দয়া (piety)	বদান্যতা (benevolence)
বদান্যতা (benevolence)	ঈর্ষাপরায়ণতা (malevolence)
ঈর্ষাপরায়ণতা (malevolence)	স্মৃতিশক্তি (memory)
ধীশক্তি (intellect)	কল্পনা শক্তি (imagination)
স্মৃতিশক্তি (memory)	প্রত্যাশা (expectation)
কল্পনাশক্তি (imagination)	সংঘবদ্ধতা (association)
প্রত্যাশা (expectation)	
সংঘবদ্ধতা (association)	
স্বস্তি (relief)	

এইসব সাধারণ সুখ-দুঃখের অনুভূতি থেকেই আসে সুখ-দুঃখের অন্যান্য জটিল ভাবনা।

সুখ-দুঃখের অনুভূতির আলোচনা থেকে বেন্থাম সরে আসেন সুখ-দুঃখের সাধারণ উৎস কী তার আলোচনায়। বেন্থাম মনে করেন শারীরিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এই চারটি সূত্র থেকে সুখ বা দুঃখ আসতে পারে।

প্রথমত, ব্যক্তির শারীরিক দুর্বলতা বা ব্যক্তির নিজের বিচক্ষণতার অভাব দুঃখের কারণ ঘটাতে পারে। বিপরীত-ভাবে ব্যক্তি তার শারীরিক বা মানসিক গুণে সুখ পেতে পারে। এক্ষেত্রে সে শান্তি পাচ্ছে বা পুরস্কৃত হচ্ছে তার স্বাভাবিক নিয়মেই। **দ্বিতীয়ত,** এমন যদি হয় ব্যক্তির দুঃখের বা সুখের কারণ কোনো সরকারি নির্দেশ সেক্ষেত্রে দুঃখ বা সুখের সূত্র সরকার অর্থাৎ রাজনৈতিক। **তৃতীয়ত,** যদি তার আত্মীয় বা প্রতিবেশী তার সুখ-দুঃখের কারণ হয় তবে এটি নৈতিক তিরস্কার বা পুরস্কার বলেই গণ্য হবে। **চতুর্থত,** ব্যক্তির উপর যদি দৈবিক প্রকোপ বা আশীর্বাদ পড়ে তবে তা হল ধর্মীয় অনুমোদন।

সুখ-দুঃখ বা উপযোগিতার যে বিধান বা হিসাব বেন্থাম পেশ করেছেন তা থেকে আমরা কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি :

১. বেন্থাম-এর কাছে সুখই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। হব্‌স-এর মতো আত্মসুখের সন্ধানেই তিনি মানুষকে ছুটিয়েছেন। তাঁর কাছে, সুখ বিনা নাহি কিছু এ জগৎ সংসারে। তাঁর মানুষ অপরের সুখে নয়, নিজের সুখেই তৃপ্ত। সুখই তাঁর কাছে প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা এবং শেষ কথা। সম্পদ বা খ্যাতি বা শারীরিক সুস্থতা এমনকি

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযোগিতা বা উপকারের এই সূত্রটি প্রয়োগ করে বেন্থাম আইনের বিভিন্ন শাখার সমালোচনা করেছেন এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেছেন। উপযোগিতার এই নীতিটি বেন্থাম গ্রহণ করেন স্পিনোজা, হিউম, এবং হার্টলি ও প্রিস্টলির কাছ থেকে, ফ্রান্সের জ্ঞানপ্রচারক হেলিভিসিয়াস এবং ইটালির আইনবিদ বেকারিয়ার কাছ থেকে এবং অবশ্যই সূত্রটির প্রথম প্রবক্তা হ্যাচেসন-এর কাছ থেকে। স্পিনোজা ও হিউম দিলেন উপযোগের প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রিস্টলি দিলেন সুখ-দুঃখের ধারণা, আর হ্যাচেসন দিলেন 'বহুজনের সর্বাধিক হিতসাধনের' আদর্শ। এঁদের সঙ্গে বেন্থাম যুক্ত করলেন অঙ্কের হিসাব ও পরিতৃপ্তির কথা।

উপযোগিতার নীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেন্থাম বলেন, আইন-প্রণেতার প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের সুখ (Happiness of the people)। আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর কাজ হল সাধারণের হিত বা উপযোগিতার (General Utility) নীতিকে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া এবং এই নীতিটিকে পরিপূর্ণ যোগ্যতার সঙ্গে কার্যে রূপায়িত করা। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার : (১) উপযোগিতার একটি সঠিক ও সরল ব্যাখ্যা প্রদান; (২) উপযোগিতাই একমাত্র সুখের মাপকাটি, সুতরাং এর বিকল্প বা ব্যতিক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না; (৩) একটি নৈতিক অঙ্ক বা হিসাবের সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

বেন্থাম শুরু করেছেন এইভাবে : "Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters—pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think : every effort we can make to throw of our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it"[৫]

(প্রকৃতি মানুষকে দুই সার্বভৌম নিয়ন্তার ক্ষমতাধীন করেছে—দুঃখ ও সুখ। আমরা আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত, প্রতিজ্ঞা এর কাছে সমর্পণ করি। উপকারের নীতিতে সবকিছু এই দুই নিয়ন্তার অধীন। আমরা কী করব, কী করা উচিত, কোন্‌টি আমাদের পক্ষে ভালো বা মন্দ সব এরই নির্দেশে চলে। যতই এর হাত থেকে বেরিয়ে আসার বা এর থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার চেষ্টা হয়, ততই এর শক্তি প্রকাশিত হয় এবং সুদৃঢ় হয়।)

বেন্থাম মনে করেন উপযোগিতার নীতি হল দুঃখ ও সুখের আপেক্ষিক হিসাব। দুঃখ হল কষ্ট বা যন্ত্রণা অথবা তার কারণ। সুখ হল তৃপ্তি বা তৃপ্তির কারণ। উপকারের নীতি স্বতঃসিদ্ধ—কল্যাণ বা অকল্যাণ এক অনুভূতি। কোন্‌টি আমার সুখ বা দুঃখ, কোথায় আমার তৃপ্তি বা যন্ত্রণা এটা বোঝাতে অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট, কোনো তথ্যপ্রমাণ বা সাক্ষ্যের দরকার নেই। উপযোগিতার নীতিকে যিনি সমর্থন করেন তিনি পুণ্যের বিচার করেন তা থেকে কতটা তৃপ্তি আসে সেই ভেবে, আর পাপের বিচার করেন কতটা যন্ত্রণা তা দেয় সেই ভেবে। সুখ ও দুঃখের মূল্য বিচার করা সম্ভব বিশেষ ব্যক্তির উপলব্ধি থেকে। **ব্যক্তির এই উপলব্ধির পরিমাপক হল**—(১) সুখ বা দুঃখের তীব্রতা (intensity), (২) স্থায়িত্ব (duration), (৩) নিশ্চয়তা (certainty) এবং (৪) সান্নিধ্য বা দূরত্ব (proximity)। যখন ব্যক্তির সুখ বা দুঃখকে বিচ্ছিন্নভাবে বা স্বাধীনভাবে দেখা হয় তখন সেই সুখ-দুঃখের পরিমাপ এই চারটি বিষয়ের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু সুখ বা দুঃখ তো কোনো ব্যক্তির একার ব্যাপার বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। একের সুখ বা দুঃখের প্রভাব অন্যের উপরেও পড়ে। এক্ষেত্রে সুখ-দুঃখের বিচারে এসে পড়ে আরও দুটি পরিমাপক—(৫) উর্বরতা (fecundity) অর্থাৎ এক সুখ বা দুঃখ থেকে আরও সুখ বা দুঃখের উৎপন্ন হয় কিনা এবং (৬) এর পবিত্রতা (purity) অর্থাৎ সেটিই সুখ যার থেকে দুঃখ আসে না, কেবল সুখই আসে। সুখ-দুঃখের হিসাবটি যখন ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে চলে আসে তখন এর আরেকটি পরিমাপক হাজির হয়। এটি হল (৭) ব্যাপ্তি (extent) অর্থাৎ সুখ-দুঃখের অনুভূতি এক থেকে বহুতে ছড়িয়ে পড়ে।

মহত্ত্ব সবকিছুই আসে পরে। প্লেটোর ত্যাগের তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী নন, রুশোর কথামতো একের কাছে সবাইকে সঁপে দেওয়ার মধ্যে তিনি সুখ খুঁজে পান না, নির্বিকারবাদীদের মতো সহানুভূতি বা বিরাগের ধর্মেও তাঁর আস্থা নেই, আবার মার্কসবাদীদের মতো সমভোগের নীতিতেও তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই।

২. সুখ বা দুঃখকে বুঝতে হবে কোনো গুণ দিয়ে নয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, নৈতিক সুখে, সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলার মধ্যে কোনো সুখ নেই। সুখ বলতে ভোগ-সুখকেই তিনি বুঝেছেন, সুখের পরিমাণকে তিনি বুঝেছেন। তাঁর মতে, সুখের পরিমাপ হবে অঙ্কের হিসাবে কতটা পেলাম, কতটা হারালাম তার যোগ-বিয়োগে। সুখের তীব্রতা কতটা, স্থায়িত্ব কতটা, নিশ্চয়তা কতটা এটা যেমন দেখা দরকার, তেমনি দেখতে হবে সুখ আমার হাতের কাছে না দূরে, এই সুখ কত পবিত্র, কত উর্বর এবং এর ব্যাপ্তি কতটা।

৩. সুখ বা দুঃখ কোথা থেকে আসে, বা কেন আসে, সুখ-দুঃখের পেছনে চাপ বা অনুমোদন কী সে প্রসঙ্গেও বেন্থাম এসেছেন। কেন আমার ঘরবাড়ি ধ্বংস হল এর কারণ ব্যক্তির নিজের মধ্যে থাকতে পারে, সরকারের মধ্যে থাকতে পারে, প্রতিবেশী বা জনমতের মধ্যে থাকতে পারে, আবার দৈবিক বা ধর্মীয় নির্দেশেও থাকতে পারে।

বেন্থাম-এর হিতবাদ পাটিগণিতের নিয়মে হিত ও অহিতের পরিমাণ ও পরিণামকে তুলনা করে এবং ব্যক্তির জীবনের সর্বোচ্চ বা শেষ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখলাভকে। এখানে ব্যক্তির নিজের স্বার্থই শেষ কথা। সাধারণের কল্যাণের কথা তিনি বলেছেন বটে, কিন্তু, তা আসলে ব্যক্তিগত কল্যাণেরই সমষ্টি। ব্যক্তিজীবনে ক্রিয়াশীল উপযোগিতাই সমাজজীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। প্লেটো-অ্যারিস্টট্‌ল-এর জৈব তত্ত্বে তাঁর আকর্ষণ নেই অর্থাৎ ব্যক্তিকে সমাজের অনুগামী বা সমাজের অঙ্গাঙ্গি করতে তিনি আগ্রহী নন। তাঁর আগ্রহ সমাজসত্তাকে ব্যক্তিসত্তায় পরিণত করায়। তাই তিনি বলেন, 'এক এক জন ব্যক্তির স্বার্থ হল কেবল একমাত্র বাস্তব স্বার্থ। প্রতি ব্যক্তি নিজের জন্যই সযত্ন হবেন। অন্যকে তিনি আঘাত দেবেন না, নিজেকেও অন্যের দ্বারা আহত করবেন না। তাহলেই সমাজের জন্য তার যথেষ্ট করা হবে।' অর্থাৎ, বেন্থাম বলতে চেয়েছেন নিজেকে নিয়ে খুশি থাকার মধ্যেই, অন্যের অধিক্ষেত্রে প্রবেশ না করার মধ্যেই ব্যক্তি বা সমাজ উভয়েরই লাভ। বেন্থামের সমাজ যেন ব্যবসায়ীর সমাজ—যে নিজের লাভ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং অন্যের প্রতি সদাচারী ও শুভাকাঙ্ক্ষী, কারণ এতেও তারই লাভ। ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা ও বদান্যতা নিয়ে ব্যক্তি চলে, তবে ব্যক্তিগত বিচক্ষণতাই প্রাধান্য পায়। পরের উপকার না করলেও পরের ক্ষতি সে চায় না, কারণ তাতে তার নিজেরও ক্ষতি। **ব্যক্তি = সুখ = সমাজ—এই সমাজদৃষ্টিই তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায় সমাজের সুখ বা হিতসাধনের নীতি নির্মাণে। এটি হল: সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বোচ্চ কল্যাণ** (greatest good of the greatest number) । ব্যক্তির লক্ষ্য যেমন সর্বোচ্চ সুখ, সমাজেরও তেমনি লক্ষ্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের জন্য সবচেয়ে বেশি সুখ।

ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক সুখের সম্পর্ক কীভাবে স্থাপিত হয়? ব্যক্তি কী আত্মস্বার্থ সমাজের স্বার্থের কাছে বলি দেয়? বেন্থাম-এর জবাব সকল মানুষের মধ্যেই আত্মমুখী বৃত্তির সঙ্গে পরার্থপর বৃত্তি থাকে। মানুষের আচরণে আবেগ পরিতৃপ্তির ইচ্ছা শক্তিশালী হলেও তার যুক্তিবোধও কম শক্তিশালী নয়। মানুষ ভাবে আমার সুখ প্রাপ্তি অপরের দুঃখপ্রাপ্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। নিজের ভালো চাইলে অপরের ভালোও চাইতে হয়। সুতরাং মানুষ আত্মমুখী বৃত্তিকে পরার্থের হাতে ছেড়ে দেয় এই বিশ্বাসেই শেষ পর্যন্ত এতেই তার বেশি সুখ। শুধু তারই নয়, এতে সকলেরই সুখ বেশি। আনন্দই যখন মানুষের লক্ষ্য ও কাম্য তখন সমাজের মধ্যে এই আনন্দ প্রাপ্তির পথ খোঁজাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সমাজে আনন্দ প্রাপ্তির পথে বড়ো বাধা আইনকানুন, প্রথা ইত্যাদি। সুতরাং সুখ চরিতার্থ করতে সমাজ সংস্কার এবং তার প্রয়োজনে আইনেরও সংস্কার একান্ত জরুরি।

তিনি পণ্যোৎপাদনের এই দিকগুলি আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য উৎপাদক বাজারে পণ্যটি নিয়ে যায়। অবশ্য তার আগে উৎপাদক (অর্থাৎ পুঁজির মালিক) দেখবে যে পণ্যটি তার কাঙ্ক্ষিত বিনিময় মূল্য দিতে পারবে কিনা।

উদ্বৃত্ত মূল্য ধারণাটি নিয়ে মার্কস কেন এতে বেশি আলোচনা করেছিলেন? এরিক রোল (Eric Roll) লিখেছেন : The first problem is to explain wages on the basis of the labour theory of value. Coupled with it is the second problem, namely, the emergence of a surplus. Marx treats them together in his analysis of the wage-labour-capital relationship which leads to the concept of surplus value.[1]

কেন মার্কস ধারণাটি নিয়ে এলেন?

আমরা জানি যে মার্কস চুক্তিবাদী লকের কাছ থেকে মূল্যের শ্রম তত্ত্ব ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন। কোনো একটি দ্রব্যের মূল্য কী হবে তা নির্ভর করে ওই পণ্যটি (বা দ্রব্যটি) উৎপাদন করতে কী পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তার ওপর। অবশ্য শ্রম বলতে তিনি সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রমের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। মূল্যের শ্রমতত্ত্ব নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দেয় এবং মার্কস সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। কারণ তাঁর সমকালে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজিপতিরা যে হারে শ্রমিক শোষণ করত তা তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি মূল্যের শ্রমতত্ত্বটির ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি দেখালেন যে শিল্পপতিরা শ্রমিককে যে মজুরি দেয় তার অনেক বেশি তারা দ্রব্য বিক্রি করে পায়। অথচ মূল্যের শ্রমতত্ত্ব মোতাবেক সবটাই (অথবা বেশির ভাগ) শ্রমিকের প্রাপ্য। উদ্বৃত্তটি তারা নেয়। তাছাড়া মজুরি, শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সবকিছুর পরে শিল্পপতিদের ভাণ্ডারে একটি বড়ো অংশ পড়ে থাকে। সেই বাড়তি অংশটি হল উদ্বৃত্ত মূল্য। অর্থাৎ শিল্পপতিরা নানা উপায়ে শ্রমিককে শোষণ করে উদ্বৃত্ত অর্থ উপার্জন করে যার জন্য তাদের তেমন মেহনত করতে হয় না।

▲উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের কয়েকটি দিক

মার্কস পুঁজির নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। পুঁজি হল সেই বস্তু যা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন যে সামন্ততন্ত্রে পুঁজি থাকলেও এর মালিকেরা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির জন্য একে ব্যবহার করত না। তাই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টিকারী এক উপাদান হিসেবে পুঁজির কোনো স্থান সামন্ততন্ত্রে ছিল না। মার্কস পুঁজিকে এই ভাবে দেখেছেন। অবশ্য পুঁজি যখন কোনো পণ্য তৈরি করে সেই পণ্যের ব্যবহার মূল্য না থাকলে তার বিনিময় মূল্য থাকবে না। কারণ লোকে কেনার সময় দেখবে সেটি তার কোনো ব্যবহারে আসবে কিনা। সুতরাং পুঁজির কাজ হল পণ্য উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা। এই পুঁজি সাধারণত দু প্রকার হয়। একটি হল স্থির পুঁজি এবং অন্যটি পরিবর্তনশীল পুঁজি। স্থির পুঁজির আওতায় আসে কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। আবার পরিবর্তনশীল পুঁজি হল শ্রম-শক্তি (labour power)। কিন্তু মার্কস একথা বলে চুপ করে থাকেননি। তিনি বলেছেন যে স্থির পুঁজি বলতে এমন বিষয় বোঝায় না যার পেছনে কোনো পরিবর্তনশীল পুঁজি নেই। যে-কোনো স্থির পুঁজি প্রস্তুত করতে হলে শ্রমিকের প্রয়োজন। পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থির পুঁজি যে ভূমিকা পালন করে তা পণ্যের উদ্বৃত্ত মূল্যের কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তনশীল পুঁজি পণ্যের মূল্য ও সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্য বদলে দিতে পারে। তাই বলা হয় যে পুঁজির মালিকদের নিকট পরিবর্তনশীল পুঁজির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ এই পুঁজির দ্বারা মালিক উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়াতে পারে। (Constant capital does not alter the value of the commodity in the process of production. The variable capital alters the value of the commodity and also the surplus. Roll. P. 270)

পুঁজির শ্রেণি বিন্যাস

মার্কস দু'প্রকার উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। একটি হল চরম উদ্বৃত্ত মূল্য বা absolute surplus value এবং অন্যটি হল আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য বা relative surplus value। এই ভাবে চরম উদ্বৃত্ত মূল্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন : The prolongation of the working day beyond the point at which the labourer would have produced just an equivalent for the value of the labour-power and the appropriation of that surplus

1. A History of Economic Thought. Faber and Faber. p 267.

... মনে করা বাঞ্ছনীয় যদিও বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রবিদগণ এ ধারণার সঙ্গে সহমত পোষণ করতে চান না। তারা ... যে শিল্পায়ন মানে সমাজের সমস্ত স্তরের বিকাশ। আমরা জানি বাস্তবের সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ... মিল নেই।

উদ্বৃত্ত মূল্য ও পুঁজিবাদী শোষণ

... তাঁর **ক্যাপিট্যাল** গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বহু জায়গায় একটি কথা বার বার বলেছেন যে উদ্বৃত্ত মূল্য এবং ... বা পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম লক্ষ্য হল শ্রমিক শ্রেণি ও সাধারণ মানুষকে যত রকম উপায়ে পারা যায় শোষণ ... এই করা এবং এই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য পুঁজিপতিরা নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে। সুতরাং ... করা এবং পুঁজিবাদী সমাজ এ দুটিকে কোনো অবস্থায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা একবার প্রতিষ্ঠা লাভ করলে চরম উদ্বৃত্ত মূল্য ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করে দেয়। এই পার্থক্য যত দীর্ঘায়িত হবে শ্রমিকের শোষণ তত বাড়বে। আগেই বলা হয়েছে যে, যে-কোনো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য হল অধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা এবং তার জন্য প্রয়োজন উদ্বৃত্ত ... কলেবর যে-কোনো উপায়ে স্ফীত করা। উদ্বৃত্ত মূল্যের সম্ভাবনা যে উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে না কোনো ... সে উৎপাদনে আদৌ উৎসাহ প্রদর্শন করবে না। কোনো পুঁজিপতি পণ্যের (যা সে উৎপাদন করতে চাইছে ... উৎপাদন করতে চলেছে) ব্যবহার মূল্যের ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী নয়। কারণ এর ব্যবহার মূল্য যাই থাক না কেন ... বিক্রি করে সে যদি উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে অধিক মূল্য না পায় তা হলে তার উৎপাদনে আগ্রহ থাকবে না। ... পুঁজিপতি কেবল জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উৎপাদন করতে যাবে না। পুঁজিপতিদের পরার্থপরতা আদৌ ... কিনা অথবা থাকলে তা নিতান্ত নগণ্য। সুতরাং মানবতাবোধ পরার্থপরতা ইত্যাদি শাশ্বত মূল্যবোধগুলি ... পতিদের অভিধানে তেমন কোনো বিশিষ্ট স্থানাধিকারী নয়। এই কারণে পুঁজিবাদী সমাজকে সাধারণ মানুষের ... বিরোধী এক সমাজ ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়।

... হল (মার্কসের ভাষায়) একটি পরিবর্তনশীল পুঁজি। পুঁজিপতিরা শ্রমিকের বাঁচার জন্য একটি মজুরি দেয় ... ন্যূনতম মজুরি। এই মজুরিটুকুর জন্য তার যে পরিমাণ পরিশ্রম করার কথা তার অনেক বেশি পরিশ্রম তাকে করতে হয় যার বিনিময়ে শ্রমিক কোনো মজুরি পায় না। অর্থাৎ শ্রমিক যেহেতু পরিবর্তনশীল পুঁজি তার শ্রমকে দীর্ঘায়িত করে অধিক পরিমাণ উৎপাদন আদায় করে নেওয়া হল পুঁজিপতির অন্যতম লক্ষ্য। তবে স্থায়ী মূলধন থেকে পুঁজিপতিরা এই বাড়তি সুযোগ পায় না। **ক্যাপিট্যাল** ... (প্রথম খণ্ড পৃঃ ৬৪৫) তিনি বলেছেন : within the capitalist system all methods for raising the social productiveness of labour are brought about at the cost of the individual labourers, all means for the development of production transfrom themselves into the means of domination over and exploitation of the producers, they mutilate the labourer into a fragment of a man, degrade him to the level of an appendage of a machine, destroy every remnant of charm in his work and turn it into a hated tool. পুঁজিবাদী সমাজ ও উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে এটি হল মার্কসের একটি অতি বিখ্যাত মন্তব্য। তিনি বলেছেন যে শোষণ করার জন্য শিল্পপতিরা ... নীচে নামতে পারে তা বোঝা যাবে যদি তাদের কাজ কর্ম সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গরূপে অবহিত হওয়া যায়। শ্রমিকের মধ্যে ... সমস্ত মানবিক গুণ আছে সেগুলির বিকাশ যাতে না হয় তার জন্য মালিক নানা কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। এক ... বাড়তে থাকে পুঁজির কলেবর, অন্যদিকে শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যায়। (In proportion as capital accumulates, the lot of the labourer must grow worse)।

শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে বেশি করে খাটিয়ে নিয়ে শিল্পপতিরা যে শ্রমিকদের শোষণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জন করছে ... নয় অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে তাদের শোষণ করছে এবং মার্কস পুঁজিবাদী সমাজের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা ... মানুষের সামনে উন্মোচিত করেছেন। প্রথমত যেহেতু শ্রমিকেরা উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানা থেকে বঞ্চিত,

labour by capital, this is production of absolute surplus-value.[১] যে ব্যক্তি শ্রমিকের শ্রম কিনে নিচ্ছে সে তাকে একটি নির্দিষ্ট মজুরিদানের চুক্তিতে নিয়োগ করে। এই মজুরিকে আমরা শ্রমশক্তির মূল্য (value of the labour-power) বলতে পারি। ধরা যাক শ্রমিক যদি দিনে ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে তা হলে তা তার শ্রম-মূল্য মজুরির সমান হবে।

চরম উদ্বৃত্ত মূল্য

কিন্তু মালিক শ্রমিককে ৬ ঘণ্টার পরিবর্তে তাকে যদি ১০ ঘণ্টা খাটায় এবং মজুরি ৬ ঘণ্টার দেয় তাহলে বাড়তি ৪ ঘণ্টার যে মুনাফা শিল্পপতি পেল তাকেই মার্কস চরম উদ্বৃত্ত মূল্য নামে চিহ্নিত করেছেন। মার্কস বলেছেন যে শিল্পপতি এই চরম উদ্বৃত্ত মূল্য দিয়ে তার উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু করে থাকে। It forms the general ground work of the capitalist system. অর্থাৎ মার্কস বলতে চেয়েছেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বা সমাজের সূচনা পর্ব হল চরম উদ্বৃত্ত মূল্য। কারণ পুঁজিবাদকে টিকে থাকতে হলে পুঁজির জোগান ও ক্রমবর্ধমান কলেবর দুইই অক্ষুন্ন রাখতেই হবে এবং তার জন্যে প্রয়োজন উদ্বৃত্ত মূল্যের আকারে অর্জিত মুনাফা। যে-কোনো উপায়ে শিল্পপতি চাইবে চরম উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জন করতে। বাড়তি মজুরি না দিয়ে শ্রমিককে পরিশ্রম করানোই হল মালিকের প্রধান লক্ষ্য।

মার্কস-প্রদত্ত আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের সংজ্ঞা এই রকম : The relative surplus-value presupposes that the working day is already divided into two parts-necessary labour and surplus labour. In order to prolong the surplus labour, the necessary labour is shortened by methods whereby the equivalent for the wages is produced in less time. শ্রমিকের শ্রমদিবস দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হল প্রয়োজনীয় শ্রম এবং অন্যটি হল উদ্বৃত্ত শ্রম। উদ্বৃত্ত শ্রমকে দীর্ঘায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণকে কমিয়ে ফেলা হয়। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে পুঁজিপতিরা একাজ করে। প্রয়োজনীয় শ্রম হ্রাস করে ফেললে উদ্বৃত্ত শ্রম বেড়ে যাবে অর্থাৎ পুঁজিপতিরা অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবে। চরম উদ্বৃত্ত মূল্য ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে পার্থক্য বা সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মার্কস বলেছেন : The production of absolute surplus-value turns exclusively upon the length of the working day, the production of relative surplus-value revolutionises out and out the teachnical processes of labour and the composition of society. শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব না আনতে পারলে প্রতিযোগিতার বাজারে পুঁজিপতিদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং এই কথা মাথায় রেখে তারা প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন উন্নত যন্ত্রপাতি শিল্পে প্রয়োগ করে। **ম্যানিফেস্টো-তে** মার্কস-এঙ্গেলস একই কথা বলেছেন। নিজেদের মুনাফার কলেবর স্ফীত করতে গিয়ে পুঁজিপতিরা শ্রমিককে মেরে ফেলে। কারণ অল্প সময়ে, মালিক নজর রাখে, কীভাবে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে। শিল্পপতিরা শ্রমিককে পুঁজি ও যন্ত্রের নিকট দাসত্বে পরিণত করে। যন্ত্রের ক্রমাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি মানে মানবতার অবনমন এবং উদ্বৃত্ত মূল্য তাই করে।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য

পুঁজিবাদী সমাজ বা পুঁজিবাদের বিকাশে উদ্বৃত্ত মূল্যের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকটি মার্কস আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজ যখন সামন্ততন্ত্র থেকে নতুন সমাজব্যবস্থায় উপস্থিত হল তখন পুঁজির দীর্ঘ যাত্রা সবে শুরু হয়েছে এবং তারপর পুঁজিপতিরা আস্তে আস্তে নিজেদের অবস্থা সুসংহত করে তোলে। নতুন নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উন্নতি পুঁজিপতিদের সাহায্য করে। The aim, according to Marx, is all the time to reduce the part which the worker works for himself. শ্রমিক তার নিজের জন্য যেটুকু পরিশ্রম করত তার পরিমাণ সে কমিয়ে ফেলতে লাগল বা আরও স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে পুঁজিপতিদের "ষড়যন্ত্রে" সে কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হল। আর শ্রমিককে জোর করে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে পুঁজির মালিকেরা উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়িয়ে তুলতে লাগল। সুতরাং বলা যেতে পারে যে শ্রমিককে তার পাওনা থেকে বঞ্চিত না করলে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হত না, শিল্প ও কলকারখানার মালিকরা পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হত না এবং পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটত না। মার্কস পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের আর্থনীতিক বিকাশকে সমার্থক বলে গণ্য করেছেন। কারণ পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যে একাধিক শ্রেণি বসবাস করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ মানুষের আর্থিক বিকাশ রূপে সাধিত হয়নি এবং পুঁজিপতিরা সেদিকে নজর দেওয়াকে কর্তব্য বলে মনে করেনি। যাই হোক, উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বকে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের একটি

উদ্বৃত্ত মূল্য
পুঁজিবাদের বিকাশ

১. Capital Volume I p 509.

কেবল শ্রম বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করে সেহেতু উৎপাদনজাত লভ্যাংশের ওপর তাদের কোনো অধিকার নেই যদিও আইনত তাদের অধিকার থাকা উচিত বলে মার্কস মনে করেন। দ্বিতীয়ত, মালিক যে মজুরি দেয় তার সাহায্যে শ্রমিকেরা স্বচ্ছন্দে পরিবার পালন করতে পারে না এবং সে কারণে তাদেরকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং এমনকি পরিবারের অন্যদেরকেও শ্রম বিক্রির কাজে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। তৃতীয়ত, শ্রমিকেরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয় বলে জীবনকে উপভোগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না।

মার্কস বহুমুখী শোষণের কথা বলেছেন

চতুর্থত, শ্রমিকেরা কারখানায় দিনের পর দিন কাজ করতে করতে একদিন যন্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু শ্রমিক যে একজন মানুষ, তার সুখ দুঃখ ভালো লাগা মন্দ লাগা থাকতে পারে তার কোনো স্বীকৃতি নেই। উদয়াস্ত যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। পঞ্চমত, শ্রমিকের স্ত্রী-কন্যারা কোনো কোনো শিল্পপতির যৌন লালসার শিকারে পরিণত হয় এবং বহু গবেষক এ দিকটির ওপর আলোকপাত করেছেন। মার্কস বলেছেন : Methods of capitalist system drag worker's wife and child beneath the wheels of the juggernaut of capital। ফলত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কাজ করতে করতে শ্রমিক তার শাশ্বত মূল্যবোধগুলি হারিয়ে ফেলে এবং অনেকখানি জড় বস্তুতে পরিণত হয়। সবশেষে মার্কস বলেছেন যে একদিকে বৃদ্ধি পায় পুঁজির কলেবর এবং অন্যদিকে দারিদ্র্য অশিক্ষা, রোগ যন্ত্রণা, নিষ্ঠুরতা, নৈতিক অধঃপতন ইত্যাদি।